কম্পিউটার ও কম্পিউটার যন্ত্রাংশ বিপণনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (M.R.P) নীতিমালা, ২০২২

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি

..................., ২০২২ খ্রি.

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি'র কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত নীতিমালাটি গৃহীত হয়েছে এবং এতদ্দ্বারা এই নীতিমালাটি বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সকল সদস্য ও বাংলাদেশের সকল আইসিটি ব্যবসায়ীর অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ বা পণ্য ব্যবসায় অনুমোদিত উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, পরিবেশক ও খুচরা বিক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষণ, ব্যবসায়িক উন্নয়ন এবং ক্রেতা সাধারণের স্বার্থরক্ষা ও সন্তুষ্টির লক্ষ্যে প্রণীত নীতিমালা।

যেহেতু কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ বা পণ্য ব্যবসায় অনুমোদিত উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, পরিবেশক ও খুচরা বিক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষণ এবং ব্যবসায়িক উন্নয়ন এবং ক্রেতা সাধারণের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে এবং কম্পিউটার ও কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ বা পণ্য বিক্রির জন্য একটি সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।

(১) এই নীতিমালাটি কম্পিউটার ও কম্পিউটার যন্ত্রাংশ বিপণনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (M.R.P) নীতিমালা, ২০২২ নামে অভিহিত হবে।

(২) ২২ জুলাই, ২০১৮ তারিখে প্রণীত এ নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধন করে .... তারিখ থেকে সারা বাংলাদেশে কার্যকর করা হলো।

২. সংজ্ঞা। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায় -

(১) এমআরপি (M.R.P) বলতে বুঝাবে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (Maximum Retail Price) যা অনুমোদিত উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, পরিবেশক, ডিলার এবং রিটেইলার তাদের পণ্যের গায়ে এমআরপি (M.R.P) শব্দটি ব্যবহার করবেন।

(২) "উৎপাদনকারী" অর্থ কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান, যিনি-

(ক) কোনো পণ্য অথবা উহার অংশবিশেষ প্রস্তুত বা উৎপাদন করেন; বা
(খ) কোনো পণ্য প্রস্তুত বা উৎপাদন করেন না, কিন্তু আইন অনুযায়ী অন্যের প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত পণ্যের অংশসমূহ সংযোজন করে থাকেন এবং এইরূপে সংযোজিত পণ্যকে নিজস্ব উৎপাদিত পণ্য বলে দাবী করেন; বা
(গ) আইন অনুযায়ী অন্যের প্রস্তুতকৃত (OEM/ODM) বা উৎপাদিত কোনো পণ্যের উপর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক সন্নিবেশ করে উক্ত পণ্যকে নিজস্ব প্রস্তুতকৃত কিংবা উৎপাদিত পণ্য বলে দাবী করেন।

(৩) “অনুমোদিত পরিবেশক” বলতে বাংলাদেশের বাহিরে বা অভ্যন্তরে উৎপাদিত কোনো আইসিটি পণ্যের উৎপাদনকারীর নিকট হতে আমদানি ও বাজারজাত করার লাইসেন্সপ্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান, যারা বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সদস্য বা সদস্য নয় এবং যারা উক্ত পণ্য রিসেলার বা খুচরা বিক্রেতাকে পরিবেশন করেন।

(৪) “অনুমোদিত পরিবেশক" অর্থ কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান, যিনি লাইসেন্সপ্রাপ্ত, বাংলাদেশে প্রচলিত সরকারি শর্ত মেনে পণ্য আমদানী করে থাকেন ও সমিতির সদস্য বা সদস্য নয়-

বাংলাদেশের বাহিরে উৎপাদিত হয় এমন কোনো পণ্য, যে পণ্য উৎপাদকের বাংলাদেশে কোনো শাখা অফিস বা ব্যবসায়িক অফিস নাই, আমদানি বা বিতরণ করেন।

(৫) "ভোক্তা" অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান, যিনি-
(ক) পুনঃবিক্রয় ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ব্যতীত পণ্য ক্রয় করেন।
(খ) পণ্য ক্রয় করে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বীয় জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করেন।
(৬) "বিক্রেতা" অর্থে কোনো পণ্যের অনুমোদিত পরিবেশক এবং পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা ইহার অন্তর্ভুক্ত হবে;
(৭) “রিসেলার” বলতে বুঝাবে অনুমোদিত উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, পরিবেশক থেকে যারা পণ্য গ্রহণ করে খুচরা বা ডিলারের মাধ্যমে উক্ত পণ্য বিক্রি করেন ।
(৮) “MOP (Market Operating Price) / ডিলার মূল্য” বলতে অনুমোদিত উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, পরিবেশকগণ ১ (এক)টি পণ্যের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে খুচরা বিক্রেতা, রিসেলার, ডিলারদের জন্য উক্ত পণ্যের যে মূল্য নির্ধারণ করে দিবেন তাকে বুঝাবে।
(৯) “উৎপাদনকারী” বলতে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে।
(১০) "সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য" বলতে M.R.P কে বুঝাবে ।
(১১) “নীতিমালা” বলতে ‘কম্পিউটার ও কম্পিউটার যন্ত্রাংশ বিপণনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (M.R.P) নীতিমালা, ২০২২’ কে বুঝাবে।
(১২) “সমিতি” বলতে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি কে বুঝাবে।
(১৩) “কার্যনির্বাহী পরিষদ” বলতে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি’র কার্যনির্বাহী পরিষদ কে বুঝাবে।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ বা পণ্য ব্যবসায় অনুমোদিত উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, পরিবেশক এবং খুচরা বিক্রেতাদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং ব্যবসায়িক উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং কম্পিউটার ও কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ বা পণ্য বিক্রির জন্য একটি সঠিক খুচরা মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজন। কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ বা পণ্য ব্যবসার ক্ষেত্রে বর্তমানে পণ্যের গায়ে কোনো নির্ধারিত মূল্য প্রকাশ না থাকায় কম্পিউটার পণ্যের অনুমোদিত উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, পরিবেশক ও খুচরা বিক্রেতার দামের মধ্যে অসম পার্থক্য থাকে এবং একই পণ্যের খুচরা পর্যায়ে বিভিন্ন রকম মূল্যে বিক্রি হওয়ার দরুন ক্রেতাসাধারণ বিভ্রান্তি ও অসন্তুষ্টিতে ভোগেন। এতে করে উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, পরিবেশক, খুচরা বিক্রেতা ও ক্রেতাসাধারণ সবার অসুবিধা হয়, বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে ব্যবসায়িক নানাবিধ ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। এই নীতিমালার মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের উপর ভোক্তা পর্যায়ে পণ্য নির্ধারিত মূল্যে বিক্রির দায়িত্ব বর্তায়।

কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ/পণ্য-এর মোড়ক বা কার্টুনের গায়ে এবং পণ্য বিক্রয়মূল্য তালিকায় উৎপাদনকারী, আমদানীকারী, পরিবেশক নির্ধারিত M.R.P উল্লেখ থাকতে হবে এবং এ সকল পণ্য M.R.P নীতিমালা অনুযায়ী বিক্রয় করতে হবে। এর মাধ্যমে-

১. কম্পিউটার ব্যবসায় স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত হবে;
২. অনুমোদিত উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, পরিবেশক, খুচরা বিক্রেতা ও রিসেলার সবাই উপকৃত হবে;
৩. পণ্যের বিশ্বস্ততা অর্জিত হবে;
৪. পণ্যের গুণগতমান সুনিশ্চিত হবে;
৫. ক্রেতাসাধারণ সঠিক মূল্যে সঠিক পণ্য ক্রয়ের নিশ্চয়তা পাবেন।

৪. বর্তমান প্রেক্ষাপট ও প্রবণতা।

প্রতিযোগিতামূলক কম্পিউটার বাজারে কোনো পণ্য বিক্রির আগে সঠিকভাবে মূল্য নির্ধারণ করা হয় না। অনেক সময় পণ্য ক্রয়মূল্যের কমে বিক্রি করা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে অনেক বেশি দামে বিক্রি করা হয়, এর মাধ্যমে বাজারে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়। কোনো পণ্য কত বেশি বা কত কম দামে বিক্রি হলো সেটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর ফলে ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং এ শিল্পের ব্যবসার মুনাফার হার অত্যন্ত কম হওয়ার কারণে বাজারে খুবই অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। একই পণ্য বিভিন্ন ব্রান্ডের এবং দামের তারতম্য দেখা যায় যা আমদানীকারকদের সংশ্লিষ্ট পণ্যের সঠিক বিক্রয়মূল্য না দেওয়া এবং মার্কেট মনিটরিং না করার কারণে অনলাইন ও মার্কেটে খুচরা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একই পণ্যের দামের বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। এতে ক্রেতাসাধারণ বিভ্রান্তিতে পড়ছেন ও তারা সঠিক মূল্যে সঠিক পণ্যটি ক্রয় করতে পেরেছেন কি-না তা নিশ্চিত হতে পারছেন না । এ কারণে ক্রেতাদের মধ্যে অসন্তুষ্টি বিরাজ করছে।

৫. পটভূমি।

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের ভিত্তিতে একটি সমন্বিত M.R.P নীতিমালা প্রণয়নের তাগিদ অনুভব করে এবং সকল পর্যায়ের অংশীদারদের মতামতের ভিত্তিতে তাদের গ্রহণযোগ্যতা অনুসারে একটি M.R.P নীতিমালা চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অগ্রযাত্রায় কম্পিউটার ও কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট পণ্য সামগ্রী সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি ১৯৮৭ সাল থেকে দেশে কম্পিউটার শিক্ষার প্রসার, জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, আইসিটি ব্যবসার উন্নয়ন ও এ শিল্পের বিকাশে সমিতির নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা ও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে যুগপৎভাবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি দেশের আইসিটি শিল্পের বিকাশ ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর এবং এ ব্যবসার উন্নয়নের পাশাপাশি এ শিল্পের ক্রেতাসাধারণের স্বার্থ রক্ষা ও সন্তুষ্টি বিধান, দেশের বাজার স্থিতিশীল রক্ষায়ও সদা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি এ সকল বিষয় নিয়ে নানা পর্যায়ে অনেকগুলো মত বিনিময় সভা করেছে এবং সংখ্যাধিক্য অংশীদারদের কাছে নীতিমালাটি গ্রহণীয় বলে সম্মতি পেয়েছে। এই নীতিমালা প্রণয়নের পর বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সদস্য এবং এই শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য এটি অবশ্য পালনীয় একটি নীতিমালা হিসেবে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি আশা করে এই শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই এই নীতিমালাটিকে অনুসরণ করবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বিষয়বস্তু

৬. নীতিমালার বিষয়বস্তু।

(১) কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ পণ্যসামগ্রী “কম্পিউটার ও কম্পিউটার যন্ত্রাংশ বিপণনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (M.R.P) নীতিমালা, ২০২২” অনুযায়ী বিক্রয় করতে হবে।

(২) অনুমোদিত উৎপাদনকারী অথবা উৎপাদনকারীর দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান পণ্যের M.R.P নিশ্চিত করবেন এবং এবং একই সাথে তা অনলাইনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।

(৩) অনুমোদিত উৎপাদনকারী অথবা উৎপাদনকারীর দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কোনো নির্দিষ্ট ব্রান্ডের পণ্যের প্রমোশন ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে, ঐ সকল ব্রান্ডের পণ্যের ক্ষেত্রে কোনো মার্কেট, স্থান বা মেলায় কোনো প্রকার প্রমোশন (মূল্য ছাড়, Bulk Offer, Bundle Offer, উপহার সামগ্রী বিতরণ) করলে, তা সর্বজনীন ও দেশব্যাপী হতে হবে। কোনো নির্দিষ্ট ক্রেতা, স্থান বা মেলায় বিশেষ ছাড়ে পণ্য বিক্রি করার কোনো প্রস্তাব দেওয়া যাবে না।

(৪) যে কোনো মিডিয়ায় (অনলাইন/অফলাইন/ডিজিটাল) কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ/পণ্য-এর প্রকাশিত মূল্য হবে M.R.P তে। কোনো কোম্পানীর ওয়েবসাইট, অনলাইন অন্যকোনো প্লাটফর্ম অথবা প্রিন্টেড কোনো মূল্য তালিকায় এমআরপি মূল্যের কম বা বেশিতে পণ্য বিক্রির কোনো অফার থাকতে পারবে না। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত উৎপাদনকারী অথবা উৎপাদনকারীর দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের প্রোডাক্ট ম্যানেজার অথবা উপযুক্ত ব্যক্তি বাজার মনিটরিং করবেন।

(৫)পণ্যের আমদানি সংক্রান্ত এইচএস কোড/কাস্টমস্ কোড/ডকুমেন্টস ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত যাবতীয় কাজসমূহ দেশের প্রচলিত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক উৎপাদনকারী অথবা উৎপাদনকারীর দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করবে।

৭. M.R.P ট্যাগ কোথায় থাকবে।

(১) বিসিএস এর গাইডলাইন অনুযায়ী M.R.P Tag পণ্যের মোড়ক বা কার্টুনের গায়ে লাগানো থাকবে বা প্রিন্টেড থাকবে। এতে পণ্যের মূল্য, ধরন ও মডেল উল্লেখপূর্বক এই ট্যাগে শুধুমাত্র পরিবেশকের নাম এবং রেজিস্ট্রার্ড ঠিকানা থাকবে। ফোন নম্বর, ওয়েবসাইট ও কিউআর কোড থাকতে পারবে না।

(২) পত্রিকা বা মিডিয়ায় প্রকাশিত টেন্ডারের ক্ষেত্রে উক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী যুক্তিসঙ্গত কারণে এমআরপি পরিবর্তন করতে পারবেন।

(৩) ক্ষেত্রবিশেষে যুক্তিসঙ্গত কারণে বিক্রেতা এমআরপির সাথে কর, ভ্যাট, ব্যাংক চার্জ, পরিবহন ব্যয় ও ইএমআই চার্জ যুক্ত করতে পারবেন এবং চাইলে Price is Excluding VAT & TAX যুক্ত করতে পারবেন।

৮. M.R.P ট্যাগ নির্ধারণ ও মূল্য ঘোষণা।

(১) উৎপাদনকারী অথবা উৎপাদনকারীর দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক M.R.P ঘোষণা করবেন এবং বিসিএসকে লিখিতভাবে মূল্য ঘোষণার তালিকা প্রদান করবে। কোনো ধরনের মূল্য পরিবর্তনের পূর্বে বিসিএসকে তিন কর্মদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অবহিত করবেন।

(২) উৎপাদনকারী অথবা উৎপাদনকারীর দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাজারজাত করার পূর্বে অবশ্যই এমআরপি ট্যাগ পণ্যের গায়ে স্থাপন করবেন।

(৩) একইসাথে উৎপাদনকারী অথবা উৎপাদনকারীর দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে ব্যবসারত সকল অনলাইনে তার পণ্যের এমআরপি প্রদর্শন করবেন এবং মনিটরিং করবেন।

(৪) পণ্যের গায়ে এমআরপি পরিবর্তন করতে হলে তা তিন কর্মদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

৯. সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (M.R.P) নির্ধারণ সীমা।

(১) কম্পিউটার ও কম্পিউটার যন্ত্রাংশের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (M.R.P) নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিক্রেতার জন্য সঙ্গায়িত "MOP (Market Operating Price) / ডিলার মূল্য" (ধারা ২[৮]) থেকে সর্বনিম্ন ৫% মুনাফা রেখে উক্ত পণ্যের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (M.R.P) নির্ধারণ করতে হবে।

(২)অনুমোদিত উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, পরিবেশক কোনো পণ্যের খুচরা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই পূর্বের ঘোষিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (M.R.P) এর নিচে বিক্রয় করতে পারবেন না।

(৩) খুচরা বিক্রেতা কোনো পণ্যের সঙ্গায়িত ডিলার মূল্য (ধারা ২[৮]) এবং সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (M.R.P) এর মধ্যে লভ্যাংশের যে পার্থক্য থাকবে, উক্ত লভ্যাংশ হতে সর্বোচ্চ ৪০% পর্যন্ত মূল্য ছাড় দিতে পারবেন। খুচরা বিক্রেতা কোনো অবস্থাতেই এই নীতির ব্যত্যয় ঘটাতে পারবেন না।

তৃতীয় অধ্যায়

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

১০. এমআরপি নীতিমালা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া।

(১) পণ্যের গায়ে ট্যাগ স্থাপন ও অনলাইন মূল্য যথাযথভাবে প্রদর্শনের জন্য উৎপাদনকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান অথবা প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(২)অনুমোদিত উৎপাদনকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত M.R.P নীতিমালা অনুযায়ী কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ বা পণ্য বিক্রি হচ্ছে কি-না তা বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটির মাধ্যমে বিসিএস মনিটরিং করবে।

(৩) M.R.P নীতিমালা বাস্তবায়নে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বিসিএসকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে এবং বিসিএস জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে তাদের চাহিদামত তথ্যাবলী প্রদান করে সহায়তা করবে।

(৪)একটি পণ্যের পরিবেশক একাধিক প্রতিষ্ঠান হলে ঐ পণ্যের প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সাথে আলোচনা করে এমআরপি নির্ধারণ করবেন। প্রয়োজনে বিসিএস এর সহযোগিতা নিবেন।

(৫)বিসিএস এর সদস্য নয় এমন প্রতিষ্ঠানগুলোর এমআরপি ও অনলাইন নীতিমালা অনুসরণে অনুমোদিত উৎপাদনকারী অথবা উৎপাদনকারীর দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বিসিএসকে সহায়তা করবে।

(৬) বিদেশী কোম্পানীকে এমআরপি নীতিমালার আওতায় আনতে অনুমোদিত উৎপাদনকারী অথবা উৎপাদনকারীর দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বিসিএসকে সহায়তা করবে।

১১. বিসিএস নিম্নেবর্ণিত কমিটি ও উপ-কমিটি দ্বারা এমআরপি নীতিমালা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কাজ সম্পন্ন করবে।

১. কার্যনির্বাহী কমিটি

২. এমআরপি পলিসি উপ-কমিটি

৩. সমিতি'র ১০টি শাখা কমিটির আওতাভুক্ত অঞ্চলে ১০টি আঞ্চলিক উপ-কমিটি (খুলনা, বরিশাল, যশোর, রংপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ এবং রাজশাহী) যারা অত্র নীতিমালা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে।

৪. দেশের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত আইটি মার্কেটগুলোর পরিচালনা কমিটি অত্র নীতিমালা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে এবং নিম্নবর্ণিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেঃ

(১) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বাজারজাতকৃত পণ্যসমূহের ব্যবসায়িক উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা নির্ধারণ এবং তা কার্যকরণে কার্যনির্বাহী কমিটিকে সহায়তা করা;

(২)যিনি বা যারা ব্যবসায়িক উন্নয়ন সংক্রান্ত পলিসি সঠিকভাবে অনুসরণ করবেন না, তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়াবলী সংশ্লিষ্ট নীতিমালা'য় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে পরামর্শ প্রদান;

(৩) অত্র নীতিমালা বাস্তবায়নে ও বাজার মনিটরিং কাজে সহায়তা করা।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রতিকার

আমাদের সকলের মনে রাখতে হবে কম্পিউটার ও কম্পিউটার যন্ত্রাংশ বিপণনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (M.R.P) নীতিমালা, ২০২২ একটি সর্বজনীন নীতিমালা এবং এই শিল্পের সকল ব্যবসায়ীদের কল্যাণ ও ক্রেতাসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য এই নীতিমালাটি প্রণীত হয়েছে। এখানে কারো ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষা বা বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য হাসিল বা বাস্তবায়নের জন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নাই। যেহেতু এটি সামাজিক ও সামগ্রিক সকলের স্বার্থে বাস্তবায়ন করা হবে, সেই কারণে কোনো ব্যক্তিবিশেষের অসহযোগিতার কারণে বা বিরোধিতার কারণে এই মহৎ উদ্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত হোক বা বাধাগ্রস্ত হবে তা হতে দেওয়া যাবে না।

সঙ্গত কারণেই কম্পিউটার ও কম্পিউটার যন্ত্রাংশ বিপণনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (M.R.P) নীতিমালা, ২০২২ অনুযায়ী সকল ব্যবসায়ীদের ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে। আমরা পরস্পরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে কম্পিউটার ও কম্পিউটার যন্ত্রাংশ বিপণনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (M.R.P) নীতিমালা, ২০২২ বাস্তবায়নে সকলের শতভাগ সহায়তা প্রত্যাশা করছি। তাই সকল ব্যবসায়ী ও ক্রেতাসাধারণ সবার স্বার্থরক্ষার জন্যই এই নীতিমালা মেনে চলবেন। এটি বাস্তবায়নের জন্য সকল ব্যবসায়ীগণ ও ক্রেতাসাধারণের সহযোগিতা প্রয়োজন।

১২. এমআরপি নীতিমালা অনুসরণ না করলে প্রতিকারসমূহ।

কম্পিউটার ও কম্পিউটার যন্ত্রাংশ বিপণনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (M.R.P) নীতিমালা, ২০২২ ভঙ্গ করলে দায়ী প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে প্রতিকারসমূহঃ

(১) উৎপাদনকারীর অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান সতর্কীকরণ নোটিশ প্রদান করবেন;

(২) যে প্রতিষ্ঠান এমআরপি নীতিমালা ভঙ্গ করে পণ্য বিক্রয় করবেন - উক্ত পণ্যেও এমআরপি মূল্যের ২৫% টাকা তিন কর্মদিবসের মধ্যে বিসিএসকে জরিমানা দিবেন। তবে জরিমানার পরিমাণ কোনোভাবেই ৫,০০০/ (পাঁচ হাজার) টাকার কম হবে না (কম মূল্যের পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

(৩) এমআরপি নীতিমালা ২০২২ ভঙ্গকারী কোনো প্রতিষ্ঠান যদি জরিমানার অর্থ দিতে অসৃকৃতি জানায় বা গড়িমসি করেন- উক্ত পণ্যের উৎপাদনকারী অথবা অনুমোদিত পরিবেশককে বিসিএস উক্ত জরিমানার টাকা প্রদান করার জন্য নোটিশ প্রদান করা হবে। এমআরপি নীতিমালা ভঙ্গকারী প্রতিষ্ঠান/অনুমোদিত পরিবেশক/উৎপাদক যদি জরিমানার টাকা তিন কর্মদিবসের মধ্যে বিসিএস কে প্রদান করতে ব্যর্থ হন, তাহলে বিসিএস তার সদস্যপদ স্থগিতসহ দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী যেকোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

(৪) অনুমোদিত উৎপাদনকারী, পরিবেশক খুচরা বিক্রেতাদের পণ্য ক্রয়ের পেন্ডিং অর্ডারটি বাতিল, ভবিষ্যতে পণ্যের অর্ডার প্রদান বন্ধ করা এবং ঐ সকল পণ্যের পূর্ববর্তী রিবিট/কমিশন বাতিল করতে পারবেন;

(৫) অনুমোদিত উৎপাদনকারী, পরিবেশক দোষী প্রতিষ্ঠানের ডিলার/পার্টনারশীপ চুক্তি বাতিল করতে পারবেন;

(৬) M.R.P নীতিমালা ভঙ্গ করলে দোষী প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

পঞ্চম অধ্যায়
বিবিধ

১৩. ক্ষমতা।

(১) বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদ এই এমআরপি নীতিমালা-২০২২ সংক্রান্ত সকল ক্ষেত্রে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবে এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি প্রয়োজনে এই নীতিমালার যেকোনো প্রকার সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তন করতে পারবে। সমিতির এ লক্ষ্যে গঠিত এমআরপি পলিসি উপকমিটি এই নীতিমালার যেকোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য একটি খসড়া রূপরেখা কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করবেন। তবে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গৃহীত হবে।

(২) সমিতি এই নীতিমালার অধীন যেকোনো উপনীতি প্রণয়ন করতে পারবে।

১৪. ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ, ইত্যাদি।

(১) এই নীতিমালার মূল পাঠ বাংলাতে হবে এবং সমিতি প্রয়োজন মনে করলে, মূল পাঠের ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করবে।

(২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে।

১৫. আরবিট্রেশন।

(১) এমআরপি নীতিমালা বাস্তবায়ন বা এই নীতিমালা মেনে চলার বিষয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কোনো জটিলতা সৃষ্টি হলে এবং এ বিষয়ে কোনো পক্ষ সমিতি বরাবর লিখিতভাবে তাদের অভিযোগ উত্থাপন করলে সমিতি দু'পক্ষের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। সমিতি কর্তৃক আরবিট্রেশন কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত সকল খরচ অভিযোগকারী বহন করবে। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটি এবং এমআরপি ও অনলাইন নীতিমালা স্ট্যান্ডিং কমিটি'র সিদ্ধান্তই এক্ষেত্রে চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(২) বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনে এ নীতিমালা পরিবর্তন করতে পারবে।

(বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি'র সংঘবিধির ১৭ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ....তারিখের কার্যনির্বাহী কমিটি'র সভায় অনুমোদিত। .... তারিখ হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে।)

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি
Bangladesh Computer Samity